সমকাল

তারিখ 12 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মকর্তাদের অবসরের বয়স বাড়ানোর চেষ্টা

■ জাবি প্রতিনিধি

ইউজিসির নির্দেশনার পরও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরের সময়সীমা দুই বছর বাড়ানোর চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর নেপথ্যে বিভিন্ন নিয়োগ বাণিজ্যসহ আরও নানা স্বার্থ রয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রতিষ্ঠানটির কয়েকজন কর্মকর্তা।

সূত্র জানায়, আগামী মাসেই শেষ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিকের চাকরির মেয়াদ; কিন্তু এরই মধ্যে তিনি অবসরের সময়সীমা বাড়াতে প্রশাসনের উচ্চপদস্থদের কাছে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। সেইসঙ্গে গত ২৭ মে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে দেরি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে আবু বকর সিদ্দিকের বিরুদ্ধে।

জানা যায়, গত ১৮ মে ইউজিসির পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মো. মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আইন ও বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরের বয়স ৬০ বছর; কিন্তু সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চাকরির বয়স বাড়ানো বিধিবহির্ভূত। ফলে তাদের চাকরিতে অবসরের বয়স কোনো অবস্থাতেই ৬২ বছর করার সুযোগ নেই। বিধিবহির্ভূতভাবে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরিতে অবসরের বয়স ৬২ বছর করা হয়েছে, তাদের নিয়ম অনুযায়ী ৬০ বছর বয়সেই অবসরে যেতে হবে। সেইসঙ্গে বিধিবহির্ভূতভাবে চাকরিরত অবস্থায় গৃহীত বেতন ও ভাতা পেনশনের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে।

অভিযোগ বিষয়ে রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক বলেন, 'ইউজিসি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না। বয়স বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের। আর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বিষয়ে এখনও নির্দেশনা পাইনি।'

উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম বলেন, 'এ ব্যাপারে অন্য তিনটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে বয়স কমানো বা বাড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কোনো শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ না দেওয়ার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট। তাই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।' তবে কয়েকজন সিনিয়র ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা চলতি মাসে অবসরে যাবেন বলে বিশ্ববিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে চালাতে বয়স বাড়ানো জরুরি বলে মত দেন তিনি।

২০১৪ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত ৩৩তম সিনেট সভায় জাবি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বয়সসীমা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬২ বছরে ও শিক্ষকদের বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭-তে উন্নীত করে প্রশাসন। ইউজিসির কঠোর আপত্তির মুখে গত বছর শিক্ষকদের বর্ধিত বয়সসীমা বাতিল করা হয়।